Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-I, October 2025, Page No. 10-17
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.01W.026

অদ্বৈতদর্শনের আলোয় কোয়ান্টাম ফিজিক্সের রহস্য অনুসন্ধান

ড. কৃষ্ণ ধীবর, *সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.10.2025; Accepted: 22.10.2025; Available online: 31.10.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The intersection of Advaita Vedanta, a profound non-dualistic school of Indian philosophy, and Quantum Physics, a cornerstone of modern science, opens an intriguing dialogue about the nature of reality. Advaita posits that Brahman the ultimate, indivisible reality—is the substratum of all existence, while the world of multiplicity is merely an illusion (Maya). Quantum Physics, through principles such as wave-particle duality, uncertainty, and entanglement, similarly challenges classical notions of determinism and objective reality. Both frameworks converge on a key insight: the perceived plurality of the universe masks an underlying unity.

This paper explores the conceptual parallels between Advaita and Quantum Mechanics, particularly in three areas: (1) Reality and Illusion—Advaita's Maya and Quantum indeterminacy; (2) Observer and Observation—the role of consciousness in shaping experience versus the observer effect in quantum measurements; and (3) Unity in Diversity-Brahman as the one without a second and quantum non-locality as evidence of fundamental interconnectedness. Classical Upanishadic aphorisms such as "Sarvam Khalvidam Brahma" ("All this is Brahman) and modern physicists' reflections, notably by Schrödinger and Heisenberg, provide a philosophical and scientific basis for this comparative inquiry.

Far from being an attempt to conflate spirituality with science, this study proposes a dialogical approach, emphasizing how Advaita and Quantum Physics, despite their distinct epistemologies, complement each other in illuminating the ultimate question: What is reality? The synthesis of these perspectives may offer a broader, integrative understanding of consciousness, matter, and the universe an understanding that transcends disciplinary boundaries and points toward a unified vision of existence.

Keywords: Advaita Vedanta, Quantum Physics, Non-duality, Brahman, Maya, Observer Effect, Quantum Entanglement, Reality, Consciousness, Interconnectedness

মানবচিন্তার ইতিহাসে দুটি চিরন্তন স্রোত যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে আসছে, একটি হল আধ্যাত্মিক দর্শনের মহাপ্রবাহ, অপরটি বিজ্ঞানের অনবরত অনুসন্ধানের ধারা। এই দুই স্রোতের মিলনবিন্দু যেন এক অনন্ত সন্ধান, যেখানে প্রশ্ন একটাই- 'বাস্তবতার প্রকৃত রূপ কী?' ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে অদ্বৈত বেদান্ত সেই মহত্তম শিখর, যেখানে মহাবিশ্বের ঐক্যের সুর প্রতিধ্বনিত হয়। উপনিষদ্ ঋষিরা উচ্চারণ করেন-"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" [১] অর্থাৎ সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময়, দ্বৈততার

[১] ছান্দোগ্য উপনিষদ্-৩/১৪/১

ভ্রম কেবল মায়ামাত্র। অদ্বৈতদর্শন অনুসারে ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, চিরন্তন। জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য কেবল নামরূপের খেলায় সীমাবদ্ধ, তার অন্তরালে আছে একমাত্র অখণ্ড সত্য। অন্যদিকে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আধুনিক বিজ্ঞানের অঙ্গনে সূচিত হল এক মহাবিপ্লব-কোয়ান্টাম ফিজিক্স। প্ল্যাঙ্কের ক্বান্টাম তত্ত্ব, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি, শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ-সব মিলিয়ে পদার্থতত্ত্বের ধ্রুপদী ধারণা ভেঙে গেল। জগতের দৃঢ় বস্তুতত্ত্বের পর্দা সরিয়ে উন্মোচিত হল অনিশ্চয়তার নৃত্য, সম্ভাবনার জগৎ। কিন্তু কোয়ান্টাম বাস্তবতা যেন বিজ্ঞানীদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করল।

অদ্বৈতদর্শন ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব হল দুটি ভিন্ন জগৎ, কিন্তু তাদের অনুসন্ধান যেন এক গন্তব্যে মিলিত। অদ্বৈত দার্শনিকেরা বলছেন- "অহং ব্রহ্মাস্মি"[২] অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অন্যদিকে, কোয়ান্টাম ফিজিক্স অনিসারে পদার্থ ও শক্তি, কণা ও তরঙ্গ, পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত সবই এক অখণ্ড সত্তার প্রকাশ। দর্শন ও বিজ্ঞানের মহাসংলাপ কোনো কাকতালীয় সাদৃশ্য নয়, বরং সত্যের অনন্ত অনুসন্ধানের দুই দিক। এই প্রবন্ধে আমরা খুঁজে দেখব, কীভাবে অদ্বৈত বেদান্তের মায়া তত্ত্ব ও আত্ম-ব্রহ্ম ঐক্যের ধারণা মিশে যায় কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার তত্ত্বে, আর কীভাবে অদ্বৈতবেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব দার্শনিক চিন্তা আধুনিক বিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টির পথ নতুন উন্মোচিত করে- তাই হল আমার বর্তমান গবেষণা পত্রের সারাংশ।

অদ্বৈতদর্শনের মূল তত্ত্ব:

ভারতীয় দর্শনচিন্তার ইতিহাসে অদ্বৈত বেদান্ত এক অনন্য উচ্চতা অধিকার করে আছে। এটি এমন এক দর্শন, যা মানুষের আত্মজ্ঞান, জগতের প্রকৃতি ও পরম সত্যের সন্ধানে সর্বাধিক গভীর ও সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। 'অদ্বৈত' শব্দের অর্থ "দ্বিতীয় নেই", অর্থাৎ এক ও অখণ্ড সত্যই পরম বাস্তব। এই সত্যই ব্রহ্ম, আর বাকিসব তারই প্রতিচ্ছবি বা প্রকাশমাত্র। অদ্বৈত দর্শনের প্রধান প্রবর্তক আদি শঙ্করাচার্য (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী)। তিনি বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ব্যাখ্যার মাধ্যমে এক সমন্বিত তত্ত্ব স্থাপন করেন— যেখানে জগত, জীব ও ঈশ্বরএই তিনের মধ্যে মূলত কোনো ভেদ নেই; সবই সেই এক ব্রহ্মের রূপ। এই দর্শনের মূল বক্তব্য "ব্রহ্ম সত্যম্ জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"[৩] অর্থাৎ, ব্রহ্মই সত্য, জগত মিথ্যা, আর জীব আসলে সেই ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয়।

অদ্বৈত দর্শনের মূল লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান, যার মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করে-যে জগতের বহুত্ব, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু— সবই মায়ার সৃষ্টি। প্রকৃত সত্য হল এক অখণ্ড চৈতন্য— যা সর্বত্র বিরাজমান, অপরিবর্তনীয় ও নিত্য। অদ্বৈত দর্শনে বলা হয়েছে, অজ্ঞানের কারণে মানুষ নিজের প্রকৃত সত্তাকে ভুলে যায় এবং দেহ-মনকে নিজের সঙ্গে একাত্ম ভাবতে শুরু করে। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানই মানুষকে বেঁধে রাখে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে। জ্ঞান লাভের মাধ্যমে যখন এই অবিদ্যা দূর হয়, তখন মানুষ উপলব্ধি করে-আমি ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি"।[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অদ্বৈত ভাবনাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মানবিক দৃষ্টিতে। তাঁর মতে, অদ্বৈত দর্শন আমাদের শেখায় ঐক্যের সাধনা- যেখানে ব্যক্তি ও বিশ্ব, প্রেম ও পরম, আত্মা ও পরমাত্মা একত্র মিলিত হয়। তাঁর মতে যে ঐক্যকে হৃদয়ে অনুভব করতে পারি, সেই ঐক্যই সত্য। বাহিরে যত ভেদ দেখি, তা মায়ার খেলা। অদ্বৈত দর্শনের মহত্ত্ব এখানেই— এটি কোনো ধর্মীয় মত নয়, বরং এক সর্বজনীন দর্শন, যা মানবমনের মুক্তির পথ নির্দেশ করে। এটি মানুষকে শেখায়, সত্য জ্ঞান অর্জন মানে নিজের মধ্যে চিরন্তন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা, আর সেই উপলব্ধিই পরম শান্তি। অদ্বৈত বেদান্ত ভারতীয় দর্শনের গগনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার মূল প্রতিপাদ্য হল অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য অদ্বৈততত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন-"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপর:"[৫] অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীবের প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। এই দার্শনিক তত্ত্বের মূলে তিনটি স্তম্ভ আছে-

[২] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-১/৪/১০

[৩] ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, সুত্র-১

[৪] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-১/৪/১০

[৫] ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, সুত্র-১

১. ব্রহ্মের অদ্বৈতবাদ: সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়, দ্বৈততা কেবল মায়ার প্রলাপ। উপনিষদ্ ঘোষণা করছে- "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম:"[৬] অর্থাৎ যা কিছু আছে, সবই ব্রহ্ম। দৃশ্যমান বৈচিত্র্য কেবল অজ্ঞানের আচ্ছাদন।

২. আত্মা-ব্রহ্ম ঐক্য: অদ্বৈতের মহামন্ত্র "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৭] আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ব্যক্তি আত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন নয়, বরং এক অভিন্ন চৈতন্য। শঙ্করাচার্যের ভাষায় জ্ঞানের আলো উদিত হলে ব্যক্তি-সত্তার সকল সীমানা বিলীন হয়ে যায়, রয়ে যায় কেবল অখণ্ড চেতনার স্রোত।

৩. মায়া তত্ত্ব: জগতের বৈচিত্র্য ও বহুবিধ রূপ এক অবাস্তব আবরণ, যা অজ্ঞানের কারণে দৃশ্যমান। যেমন মরীচিকায় জলদর্শন দেখতে বাস্তব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শূন্য। উপনিষদও সতর্ক করে দিয়েছে- "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।"[৮] অর্থাৎ, যেখানে বাক ও মন পৌঁছাতে পারে না, সেই ব্রহ্মই পরম সত্য। অদ্বৈতের মতে ব্রহ্ম অসীম, নিরাকার, নির্বিকার। কঠ উপনিষদ্ বলছে- "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্ নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।"[৯] অর্থাৎ যে চেতনা জন্ম নেয় না, মরে না, সেই চিরন্তন ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য এই জগতকে তুলনা করেছেন স্বপ্নের সঙ্গে। যেমন নিদ্রার মোহ কাটলে স্বপ্ন বিলীন হয়, তেমনি জ্ঞানের আলো জাগ্রত হলে এই বৈচিত্র্যময় জগৎও মিলিয়ে যায়। তাঁর উপমা মরীচিকায় জলদর্শন অদ্বৈতের সারকথা ব্যক্ত করে। দৃশ্যমান জগৎ কেবল ছায়া, আসল বাস্তবতা সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, যা একমাত্র সত্য।

অদ্বৈত দর্শনের এই মহত্তর বাণী শুধু দর্শনের অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানবজীবনের গভীরে প্রবেশ করে আমাদের শেখায়, যেখানে আমরা বিভক্তি দেখি, সেখানে ঐক্য আছে, যেখানে ভেদ দেখি, সেখানে অবিভক্ত চেতনার অনন্ত আলো। সেই আলোয় লীন হলে আর থাকে না দ্বন্দ্ব, থাকে না ভয়, থাকে শুধু অখণ্ড শান্তি ও চিরস্থায়ী আনন্দ।

কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মৌলিক ধারণা:

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে আবির্ভূত হয় এক নতুন বাস্তবতা কোয়ান্টাম মেকানিক্স। এটি ছিল এক বিপ্লব, যা ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের স্থির ও স্বাভাবিক নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ১৯০০ সালের পর প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, নিলস বোর, হাইজেনবার্গ ও এরভিন শ্রোয়েডিঙ্গার প্রমুখ মহাপুরুষদের অনুসন্ধান কণায় আনে পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্তরের রহস্যময় গতিধারা। কোয়ান্টাম ফিজিক্স আমাদের শেখায়, পদার্থ কখনো একক চরিত্রে স্থির থাকে না। একদিকে এটি কণার মতো, অন্যদিকে তরঙ্গের মতো আচরণ করে, যাকে বলে ওয়েভ- পার্টিকল দ্বৈততা। যেমন আলো কখনো কণার মতো দেখা দেয়, কখনো তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই দ্বৈততা আমাদের পূর্বানুমিত বাস্তবতার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। পদার্থের ক্ষুদ্র জগতে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুসারে একই সঙ্গে কণার অবস্থান ও গতি নির্ধারণ করা অসম্ভব। এক দিকে আমরা অবস্থান জানি আর গতি অজানা, অথবা গতি নির্ধারিত, অবস্থান অজানা। এই নীতি ক্লাসিক্যাল পৃথিবীর স্থিতিশীলতা এবং কার্য-কারণতার ধারাকে অচল করে দেয়। কোয়ান্টামের জগৎ কার্য-কারণবাদকে শিথিল করে এবং সম্ভাবনার নাচের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার চেহারা ধীরে ধীরে প্রকাশ করে।

অন্য একটি অনন্য নীতি হল কোয়ান্টাম সুপারপজিশন কণা একাধিক অবস্থায় একসঙ্গে থাকতে পারে। এক সঙ্গে দুটি বা তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এ ছাড়া কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট দেখায়, দূরত্ব সত্ত্বেও দুটি কণা রহস্যময়ভাবে সংযুক্ত থাকে, যেন সারা মহাবিশ্ব এক অদৃশ্য জালের মধ্যে বন্দী। কোয়ান্টামের এই অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনার জগৎ আধুনিক চিন্তাবিদদেরকে গভীর দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, বাস্তবতা কি ঠিক যেমন দেখা যায়, নাকি তার আড়ালে অন্য এক একত্ব লুকানো আছে? এই ধারণাগুলি কেবল পদার্থবিজ্ঞানের নয়, এটি দর্শনের মীমাংসা। প্রকৃতির এই রহস্যময় বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যে জগৎ কখনো স্থির নয়,

---

[6] ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩.১৪.১

[7] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্--১/৪/১০

[8] কঠ উপনিষদ্-২/৩/১২

[9] কঠ উপনিষদ্- ১/২/১৮

সবই পরিবর্তনশীল সম্ভাবনার খেলা। কোয়ান্টামের পৃথিবী যেখানে অনিশ্চয়তা নৃত্য করে, সেখানেই বোধের গভীরতায় আমরা বাস্তবতার নতুন দিগন্ত স্পর্শ করি।

অদ্বৈত দর্শন ও কোয়ান্টাম ফিজিক্সের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

অদ্বৈতদর্শন এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্স, যদিও দুটি পৃথক ক্ষেত্র, তথাপি মানব চেতনার গভীর অনুসন্ধান ও মহাবিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে এক অনন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। অদ্বৈত বেদান্ত আমাদের জানায়, যে পরম সত্য একমাত্র ব্রহ্ম, এবং সমস্ত বৈচিত্র্য, পদার্থ এবং জগতের দৃশ্যমান পরিবর্তন মায়ার ছায়া মাত্র। অন্যদিকে, কোয়ান্টাম ফিজিক্স পদার্থবিজ্ঞানের মাধ্যমে দেখায়, যে জগতের ক্ষুদ্রতম কণাগুলিও স্থির নয় বরং সম্ভাবনার এক অনন্ত নৃত্যশালায় আবদ্ধ। এই দুটি ক্ষেত্রের মিলন আমাদের চেতনা, বাস্তবতা এবং মহাবিশ্বের সম্পর্কের একটি গভীর ধারণা প্রদান করে।

১. বাস্তবতার প্রকৃতি:

অদ্বৈত বেদান্ত অনুযায়ী, পরম সত্য হল একমাত্র ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য বলেছেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপর।"[১০] অর্থাৎ, জগত বৈচিত্র্যময় হলেও তার অন্তরে অখণ্ড ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় জগতের বৈচিত্র্য, জড় পদার্থ, এবং জীবনের বিভিন্ন রূপকে আমরা সত্য বলে মনে করি। কিন্তু অদ্বৈতের দৃষ্টিতে, এই সমস্ত দৃশ্যমান অভিজ্ঞতা মায়ার কৌতুকময় ছায়া। কোয়ান্টাম ফিজিক্সও এই ধারণার সঙ্গে এক ধরনের সমান্তরাল রেখা প্রদর্শন করে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী, ক্ষুদ্র কণাগুলি স্থির নয়; তারা সম্ভাবনার এক অসীম সমুদ্রের মধ্যে অদৃশ্যভাবে নৃত্য করে। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি দেখায় যে কণার অবস্থান এবং বেগকে একই সঙ্গে নির্ধারণ করা যায় না। অর্থাৎ আমরা যেটিকে বাস্তব মনে করি, সেটি প্রকৃতপক্ষে সম্ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এভাবে অদ্বৈত দর্শনের "মায়া"[১১] এবং কোয়ান্টামের সম্ভাবনাময় বাস্তবতা একে অপরের সঙ্গে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করে।

২. পর্যবেক্ষকের ভূমিকা:

কোয়ান্টাম মেকানিক্সে পর্যবেক্ষক শুধু দেখেই নির্ধারণ করেন যে পদার্থ কোন অবস্থায় রয়েছে। ওয়েভ ফাংশন কোলাপ্স ঘটে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেখানে সম্ভাবনার একটি বিস্তৃত পরিসর হঠাৎ একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতায় পরিণত হয়। এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে অদ্বৈত দর্শনের মিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উপনিষদে বলা হয়েছে, "যত্র তু দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতেরেণ পশ্যতি।" অর্থাৎ, যেখানে দ্বৈততার ভ্রম থাকে, সেখানে অন্যকে দেখা হয়। জগৎ চেতনাসম্পন্ন দর্শকের অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রকাশ পায়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এই "পর্যবেক্ষক নির্ভর বাস্তবতা" এবং অদ্বৈত দর্শনের "অন্তর্যামী চেতনার মধ্যেকার প্রকাশ" একই দিক নির্দেশ করে বাস্তবতা চেতনার মাধ্যমেই স্বীকৃত হয়।

৩. অনিশ্চয়তা বনাম মায়া:

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি যেমন কণার অবস্থান এবং গতি একই সঙ্গে নির্ধারণের সীমা নির্দেশ করে, তেমনি অদ্বৈত দর্শনও মায়ার মাধ্যমে আমাদের দেখায় যে যে বৈচিত্র্যময় বাস্তবতাকে আমরা সত্য মনে করি, তা কেবল ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব। "নিশ্চিততা" কেবল অভিজ্ঞতার ছায়া; আসল সত্য সম্ভাবনার জালেই আবদ্ধ। অদ্বৈতের মতে মায়া জগৎ সংবন্ধে বিভ্রম। অর্থাৎ, যা আমরা দেখি, তা প্রকৃত বাস্তবতার সরাসরি পরিচয় নয়, বরং চেতনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার আড়ালেকার প্রতিফলন। কোয়ান্টাম তত্ত্বে এই ধারণা প্রকাশ পায় যে, পদার্থের সর্বক্ষুদ্র অংশও সম্ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। তাই, দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই আমাদের স্মরণ করায়—জগতের প্রকৃতি চিরন্তন রহস্যে আবদ্ধ।

৪. সমগ্রতার ধারণা:

কোয়ান্টাম এন্ট্যাঙ্গেলমেন্ট দেখায় যে দুটি কণা এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, তাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকলেও একটির অবস্থানের পরিবর্তন অন্যটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে। এটি সমগ্র মহাবিশ্বে অবিচ্ছিন্ন সংযোগের ইঙ্গিত দেয়।

---

[১০] ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, সুত্র-১

[১১] অদ্বৈত বেদান্ত মতে মায়া হল ব্রহ্মের অজ্ঞেয় শক্তি, যার দ্বারা এক অদ্বিতীয়, চিরনিরঞ্জন ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, ব্রহ্ম এক ও অখণ্ড, কিন্তু মায়ার আবরণে তিনি নানা নামে-রূপে প্রতীয়মান হন।

অদ্বৈত দর্শনও একই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। উপনিষদে বলা হয়েছে, "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"[১২] অর্থাৎ, একমাত্র ঈশ্বর সকল সত্তায় নিহিত। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার ছায়া; বাস্তবে মহাবিশ্ব একত্বে আবদ্ধ। কোয়ান্টামের সংযুক্ত কণার অভিজ্ঞতা এবং অদ্বৈত দর্শনের একত্ববোধ একইভাবে আমাদের নির্দেশ করে যে, সবকিছুই এক অভিন্ন সত্যের অংশ।

৫. ভাষার সীমাবদ্ধতা:

অদ্বৈত দর্শন এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্স দু'ই নির্দেশ করে যে পরম সত্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে ভাষা বা বুদ্ধি দিয়ে ধারণ করা সম্ভব নয়। কোয়ান্টাম বাস্তবতার প্রকৃত গভীরতা আমাদের সাধারণ যুক্তি ও ভাষার বাইরে। অদ্বৈতে বলা হয়েছে, "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা।"[১৩] অর্থাৎ, যে বাস্তবতা বাক্য এবং মনকে অতিক্রম করে, সেটিই চিরন্তন ব্রহ্ম। এই সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি আমাদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিকে গভীর করে এবং চেতনার সীমারেখা প্রসারিত করে।

৬. চেতনা ও পদার্থের সংলাপ:

অদ্বৈত দর্শন অনুসারে চেতনাই একমাত্র সত্য এবং সমস্ত বৈচিত্র্য চেতনায় নিহিত। অন্যদিকে, কোয়ান্টাম ফিজিক্স দেখায় যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম স্তরেও সম্ভাবনা, সম্ভাব্যতা এবং সংযোগ বিদ্যমান। এই সংলাপ আমাদেরকে বোঝায় যে দর্শন এবং বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক। দর্শন চেতনার একত্বের অভিজ্ঞতা দেয়, এবং বিজ্ঞান পদার্থের ভিতরে সেই একত্বের নিদর্শন প্রকাশ করে। অদ্বৈত দর্শন এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মধ্যে এই সম্পর্ক আমাদের একটি চিরন্তন অনুসন্ধানের দিকে পরিচালিত করে। এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তবিকও; চেতনা ও পদার্থ, দর্শন ও বিজ্ঞান সবই এক একটি আলো হিসেবে সত্যকে উদ্ভাসিত করে। প্রতিটি ক্ষেত্র আমাদের স্মরণ করায় যে, জগতের প্রকৃতি চিরন্তন রহস্যে আবদ্ধ, এবং সেই রহস্যকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের দৃষ্টি, চেতনা এবং জ্ঞানকে একত্রিত করতে হবে।

অদ্বৈত দর্শন এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্সের তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখায় যে, যেসব জ্ঞান আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে পাই এবং যেসব অভিজ্ঞতা আমরা দার্শনিকভাবে অনুভব করি, সেগুলি একে অপরকে পরিপূরক করে। শঙ্করাচার্য এবং হাইজেনবার্গের চিন্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বাস্তবতা কেবল দৃশ্যমান নয়; এটি চেতনা এবং সম্ভাবনার একটি জাল। "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"[১৪] একই সত্যকে বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ করা যায়। দর্শন আমাদের চেতনার একত্বের অভিজ্ঞতা দেয় এবং বিজ্ঞান সেই একত্বের পদার্থগত নিদর্শন প্রদর্শন করে। এই সংলাপ আমাদের শেখায় যে, সত্যের অনুসন্ধান এক চিরন্তন যাত্রা, যা দর্শন ও বিজ্ঞান একত্রে আলোকিত করে। অদ্বৈত দর্শনের গভীরতা এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্সের জটিলতা মিলিত হয়ে একটি অনন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, চেতনা, পদার্থ এবং মহাবিশ্ব একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি একত্ববদ্ধ সমগ্রের অংশ। এভাবে দর্শন এবং বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক হয়ে, মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সীমাহীন গভীরতার দিকে পরিচালিত করে।

উপসংহার:

অদ্বৈত দর্শন ও কোয়ান্টাম ফিজিক্স প্রথম নজরে যেন দুটি ভিন্ন মহাসমুদ্র। একটি গভীর মননের জগৎ, অন্যটি পরিমাপযোগ্য পদার্থের জগৎ। কিন্তু এদের গভীরে তাকালে দেখা যায় একই স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। ঋষি-মুনিরা ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেছেন-"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[১৫] সবই ব্রহ্ম। জগৎ কোনো বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়, বরং পরম চেতনার এক অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ। একই ভাবনা "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি ব্রহ্ম, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ব্যক্তির চেতনা ও ব্রহ্মের চেতনা আলাদা নয়, বরং অভিন্ন। আজকের বিজ্ঞানীরা যখন সূক্ষ্মতম কণার রহস্যে প্রবেশ করেন, তখন তারা দেখতে পান সেই একত্বেরই ছায়া। কণার ঝলকানি, কোয়ান্টাম-সুপারপজিশন, অথবা ঢেউ ও কণার দ্বৈত প্রকৃতি- সবকিছুর মধ্যে দেখা যায় এক অভিন্ন সূত্র। এটি এক গভীর উপলব্ধি- যে পথটি ঋষি-মুনি ধরে ছিলেন ধ্যানযোগে,

[১২] কঠ উপনিষদ্-২/৩/১৭

[১৩] তৈত্তেরীয় উপনিষদ- ৪/১

[১৪] ঋগবেদ- ১/১৬৪/৪৬

[১৫] ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩.১৪.১

বিজ্ঞানীরা আজ তা পরীক্ষার মাধ্যমে খুঁজছেন। একই বাস্তবতার দুই দৃষ্টিভঙ্গি-একটি অন্তর্জ্ঞানময়, অন্যটি পরিমাপময়-মিলেমিশে আমাদের বোঝায় যে সত্য এক, পথ বহুবিধ। যেমন ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"[১৬] সত্য এক, জ্ঞানীগণ তাকে নানা নামে অভিহিত করেন।

উক্ত আলোচনা শুধু দর্শন ও বিজ্ঞানকে একত্রিত করছে না, এটি মানবচেতনার নতুন দিগন্ত উন্মোচনেরও পথ দেখাচ্ছে। যখন আমরা ধ্যানমগ্ন বা গবেষণামূলক দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখি, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান এবং দর্শন— all ultimately point to the same underlying reality. শূন্যতা, শক্তি, কণার অদৃশ্য ঝাঁপ-এগুলোও এক প্রকারের 'চেতনার খেলা'। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের সূত্রাবলী এবং উপনিষদের দর্শন-উভয়ই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিশ্ব কোনো বিভক্ত বস্তু নয়, বরং অভিন্ন চেতনার বহুপাক্ষিক প্রকাশ। সত্যিই, আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুন আলোকে মানবচেতনার প্রতিটি স্তরকে উজ্জ্বল করতে পারে। এটি আমাদের শিখায় যে জ্ঞানের সীমা কখনও একটি একক পথে সীমাবদ্ধ নয়। উপনিষদের গভীর বাণী ও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব একসাথে আমাদের স্মরণ করায়— জীবন, জগৎ, এবং বাস্তবতার অন্তিম সত্য সবই এক, কেবল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষা বহুবিধ।

কলম ছাড়ার আগে বলি, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান হয়তো দর্শনের এই সূক্ষ্ম বাণীকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু আজও যখন আমরা সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "In truth, there is only one mind"— এই দুই বাণীর মধ্যে মিল খুঁজে পাই, তখন অনুভব করি যে চিরন্তন সত্যের জ্যোতি কোনো ধাপে ম্লান হয় না। একাত্মতার এই অনুভূতি আমাদের এক নতুন বোঝাপড়ার দিকে নিয়ে যায়, যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শন একসাথে নীরবভাবে মিলে এক বিশাল মহাসমুদ্রের স্রোত গড়ে তোলে। অতএব, অদ্বৈত দর্শন ও কোয়ান্টাম ফিজিক্স শুধু জ্ঞানের ভিন্ন শাখা নয়; তারা আমাদের শেখায় জগৎ এক, পথ বহুবিধ, এবং অন্তিম সত্য সবসময় আমাদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সীমাকে অতিক্রম করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

বাংলা সংস্করণ:

মূলগ্রন্থ:

১. উপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), পণ্ডিত ঁদুর্গাচরণ সাংখ্য- বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ২০১০।

২. কঠোপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), স্বামী জুষ্টানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১।

৩. ব্রহ্মসূত্র (তৃতীয়, শ্রীভাষ্য সহিত), পণ্ডিত ঁদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশকাল, ১৩২০।

৪. বেদান্তদর্শনম্, স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী ও শ্রী আনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্য সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬।

৫. বেদান্তদর্শনম্, কালিবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশ, ২০১০।

৬. বেদান্তসারঃ, কালিবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

৭. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ (সমগ্র খণ্ড), পণ্ডিত ঁদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০১।

৮. শ্রীমদ্ভগবদগীতা (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬।

[১৬] ঋগ্বেদ- ১/১৬৪/৪৬

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. অনির্বাণ, উপনিষৎ প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ১৩৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬।

২. অনির্বাণ, উপনিষৎ প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮।

৩. চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন। উপনিষদের কথা, সাহিত্য সংসদ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়। উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২।

৫. বন্দোপাধ্যায়, হিরণ্ময়। উপনিষদের দর্শন, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩।

৬. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলক) । বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১২৯৮।

৭. বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলক) । বিশ্বকোষ (নবম ভাগ), বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন, দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৬- ১৯১১, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮।

৮. বসু, যোগীরাজ। উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা, বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল, ১৯৭৫।

৯. ভট্টাচার্য, মোহন (সংকলক) । ভারতীয় দর্শনকোষ (প্রথম খণ্ড), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৯৭৮।

১০. স্বামী, ভূতেশানন্দ। উপনিষদ্ ও আজকের মানুষ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭, ১৬তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১২।

৯. মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল। উপনিষদের অমৃত, শ্রীসারদা মঠ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩।

১০. রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী-উপনিষদের সন্দেশ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, নবম পুনর্মুদ্রণ, ২০১০।

১১. রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী-উপনিষদের শক্তি ও মনোহারিত্ব, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০০১।

১২. সরস্বতী, প্রজ্ঞানানন্দ, বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ট্রাষ্ট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৩।

১৩. সেনগুপ্ত, শঙ্কর (অনুবাদক), দি রিলিজিয়ান অফ ম্যান প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪।

সংস্কৃত সংস্করণ:

1. মূলগ্রন্থঃ
2. অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রণা সম্পাদিতঃ, পাড়ুরঙ্গ, জাবজী ইত্যেতৈঃ প্রকাশিতঃ, প্রকাশকালঃ - 1937
3. শব্দকল্পদ্রুমঃ (প্রথম-খণ্ডঃ), স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবঃ (সম্পাদকঃ), মোতীলাল, বেনারসী দাস, দিল্লী, প্রকাশকালঃ, অনুল্লিখিতঃ
4. সহায়ক গ্রন্থ:
5. ত্রিবেদী, রাজেন্দ্রকুমার, উপনিষদ্কালীন সমাজ এবং সংস্কৃতি, পরিমল পাবলিকেশনস্, দিল্লী, প্রথম সংস্করণ, 1693

Reference Book (English Ed.):

1. Mukhopadhayay, Gobindagopal. Studies in the Upanishads. Sanskrit College, Kolkata, 1960.

2. Nikhilananda, Swami (Ed.). THE UPANISHADS (Volume- IV). HARPER AND BROTHERS PUBLISHERS, NEW YORK, First Ed. 1959.
3. Radhakrishnan, S. INDIAN PHILOSOPHY (Volume 2), OXFORD University Press, 1st published, 1923.
4. Urquhart, W.S. Upanishads and LIfe. Gian Publishing House, Delhi, 1st Rpt. 1986.
5. Capra, Fritjof. The Tao of Physics. Boston: Shambhala Publications, 2010.
6. Bohm, David. Wholeness and the Implicate Order. London: Routledge, 2002.
7. Heisenberg, Werner. Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science. New York: Harper & Row, 1989.
8. Bohr, Niels. Atomic Physics and Human Knowledge. New York: John Wiley & Sons, 1958.
9. Raychaudhuri, A. K. Quantum Mechanics: A New Perspective. Kolkata: University of Calcutta Press, 2010.
10. Radhakrishnan, S. Indian Philosophy, Volume II. Oxford University Press, 1998.
11. Majumdar, R. C. The History and Philosophy of Indian Science. New Delhi: Motilal Banarsidass, 2012.